⊛ Unit-III → Maladjustment / অপসংগতি বিকাশ

Meaning :- সংগতির বিপরীত হল অপসংগতি, সংগতি যদি হয় সমাজ সমর্থিত পথে চাহিদা পূরণ তাহলে অপসংগতি হল সমাজ অবমানিত পথে চাহিদা পূরণ। একটি সহজ উদাহরণ চেতনা হতে পারে - অপরের নজর আকর্ষণ করা একটি স্বাভাবিক চাহিদা। পরীক্ষায় ভালো নম্বর করে অপরের নজর কাড়া যায় আবার বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেও অন্যের নজর আকর্ষণ করা যায়। প্রথমটি হল সংগতিমূলক আচরণ এবং দ্বিতীয়টি হল অপসংগতিমূলক আচরণ।

অপসংগতির ধারণা আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ করে যারা এই বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সংজ্ঞার উল্লেখ করা হল -

*** Definition :-** H. W. Bernard এর মতে- সংগতিবিকাশ বা অপসংগতি নির্ভর করে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের উপায় এবং কীভাবে তা পূরণ হচ্ছে তার উপর।

Willson and Miller - এর মতে- অপসংগতি হল এমন এক অবস্থা যা ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই আচরণের মূলে আছে ব্যক্তির চাহিদা তৃপ্তির অভাব।

Crow and Crow এর মতে- যে আচরণের দ্বারা ব্যক্তির নিয়মের ব্যতিক্রম হয় এবং চাহিদা অতৃপ্ত থাকতে দেখা যায়, তাই হল অপসংগতি।

⊛ অপসংগতির কারণ (Causes of Maladjustment) :-

অপসংগতি ব্যক্তি জীবনের একটি জটিল সমস্যা। অপসংগতির কারণ হিসেবে কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপাদানগুলি নিঃসন্দেহে জীবনের চাপ বা পরিবেশ চাপ।
যে কারণে অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে, সেই কারণগুলি হল—
(i) ব্যক্তিগত (ii) সামাজিক (iii) দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত।

(i) ব্যক্তিগত কারণ:—

(A) জৈবিক কারণ:— ব্যক্তিবিশেষ বিশেষ অপরাধপ্রবণতার মধ্যে জৈবিক তথা স্নায়বিক প্রভাব আছে কিনা তা একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কের বিষয়। সামাজিক আচরণ, যেমন, অপরাধপ্রবণতার বংশগত ধারায় প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এমন কথা একসময়ে লোমব্রোসো বলেছিল। কিন্তু গবেষকরা এই বিষয়ে দ্বিমতপোষণ। অনেকের মতে বংশগতি দিকে যে সমস্ত ব্যতিক্রমের বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তা আসলে আর্থসামাজিক পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব।

(ii) পারিবারিক প্রভাব:— পারিবারিক প্রভাব বা পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব কথা বিবেচনা করা হয়, একটি শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। প্রাথমিক স্তরে শিশুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে চাহিদা অর্থাৎ আহার, পুষ্টি, আরাম, নিরাপত্তা, আশ্রয় ইত্যাদির চাহিদা পূরণ করে পরিবার। ম্যাসলো (Maslow) এই সব চাহিদাকে সর্বনিম্নস্তরের চাহিদা নিদেশের বর্ণনা করেছেন। এই চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে ভালোবাসার চাহিদা, একাত্মতার চাহিদা ইত্যাদি পরপর পরিতৃপ্তির পথ দেখায়।

(iii) অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ:— অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শিশুর মানসিক, শারীরিক, প্রাক্ষোভিক ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশ ব্যাহত করে। এর ফল শারীরিক অক্ষমতা সংগতি বিধানের অন্তরায়।

অবহেলা ও পক্ষপাতিত্ব :- পারিবারিক পরিবেশে সমস্ত সন্তানই সমান যত্ন ও আদরের দাবিদার। কিন্তু বহু পরিবারেই পক্ষপাতিত্বের দূষণ কোনো কোনো সন্তান অবহেলিত হয়। পক্ষপাতিত্বের অনেক রকমের বা কারণ আছে। যথা—

(a) মেয়ে অপেক্ষা পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা তার বিপরীত।

(b) সুঠাম সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

(c) প্রতিবন্ধকতা যুক্ত সন্তানের প্রতি অবহেলা অথবা বিপরীতে অতি অস্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব হতে পারে।

(v) ভগ্ন এবং অশান্তিময় পরিবার :- অপরাধগতির কারণ হিসেবে পারিবারিক সম্পর্কের ভূমিকা বিরাট। বিবাহ বিচ্ছিন্ন পরিবার, একক মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের সংসার এবং আধুনিক কালের প্রযুক্তি প্রযুক্তির সাহায্যে একক মাতৃত্বের সংসার চলছে। এর ফলে শিশুর মধ্যে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ, বিভিন্ন প্রতিকূলতার প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপরাধগতির সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু দ্বিতীয়ের মধ্যে প্রভাবের তারতম্য কতটা হয় বা কোনটি সবচেয়ে ক্ষতিকর তা বলা কঠিন।

(vi) নেশা এবং অপরাধ :- পরিবারের নেশাগ্রস্ত পিতা অথবা অন্য কেউ থাকলে (এখানে বিত্ত-দরিদ্র পরিবারের বিশেষ প্রভেদ নেই), এবং যদি নেশার কারণ নিয়মিত অশান্তি সৃষ্টি হয় তবে সন্তানের অপরাধগতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বহুগুণ। তাই সঙ্গে অপরাধের অর্থনৈতিকভাবে দিংবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাওয়ার চাহিদা পরিবারে থাকলে সন্তানের ক্ষেত্রে অসামাজিক আচরণ না হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দৃষ্টিতে এই কারণটিকে বলা হয় অর্থনৈতিক পারিবারিক পরিবেশ।

ভাই বোনের রেষারেষি :- একাধিক সন্তান থাকলে বিশেষত যদি তাদের প্রতি পালনের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি বজায় না থাকে তবে কমবেশি মানসিক হিংসা-দ্বেষ ভাই বোনের মধ্যে থাকতে পারে। যা হয়তো ভবিষ্যৎ শ্রেয়স্কর নয়। কিন্তু ভাই বোনের মধ্যে যথার্থ সম্পর্কের সৃষ্টি না হয়ে ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারও মধ্যে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করতে পারে।

মনে রাখতে হবে শেষ পর্যন্ত পারিবারিক কৃষ্টিগত ভিত্তি, বিশ্বাস, ভাষা, পেশা, জীবন ভাবনা ইত্যাদি প্রভাব সব ক্ষেত্রেই সক্রিয় থাকে।

(2) সামাজিক কারণ :- পরিবার সমাজের একটি একক উপাদান। সুতরাং অনেকগুলি পারিবারিক কারণ বৃহত্তর সমাজের প্রতিফলন হিসেবে পরিবারের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতার ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকতে পারে। কয়েকটি সাধারণ সামাজিক কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

(1) দূষিত সামাজিক ও জৈবিক পরিবেশ :- দূষিত বায়ুমণ্ডল, জল, খাদ্য ইত্যাদি যেমন মানুষের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমন নয়। তাদের মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে। যেমন- কতগুলি অপরাধের মাত্রা কম থাকলে, মানুষের প্রতিরোধমূলক সক্রিয়তা কমে। দূষিত আবহাওয়া মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, বিরক্তি এবং নানা জৈবিককে অপরাধ বৃদ্ধি করে। এই প্রভাব পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের চেয়ে কিশোরদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জৈবিক পরিবেশ যুক্ত করার ব্যবহার কারণ, জৈবিক পরিবেশ দূষিত হওয়ার প্রভাব কারণ মানুষের জৈবিক ও প্রাণ জীবনযাত্রা প্রণালী। যেমন পরিবারে পরিবারে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, এক পাড়ার সঙ্গে অপর পাড়ার দ্বন্দ্ব এই সব ক্ষেত্রে এত বেশি ঘটে যে তার প্রভাব বিমুখতার উপর পড়তে বাধ্য।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ :- যে সমাজে সহযোগিতার সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণ পরিবর্তে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ~~লাভ~~ লাভ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে সমাজের শিশুদেরও স্বাভাবিক সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ ব্যাহত হয়। যেমন- পারিবারিক ব্যক্তিত্ব তৈরির ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় একটিকরণ কিংবা ~~এবং~~ শিশুদের সহমর্মিতার পরিবর্তে আত্ম প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা পরিপূরণ করার জন্য ~~পারিবারিক~~ পারিবারিক আচরণের মাধ্যমে শিশুদেরকে ভুলে করার প্রচেষ্টা। এর জন্য সামাজিক পরিবেশ দায়ী হলেও দায়ী।

(3) শিক্ষা সংক্রান্ত কারণ :- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণগুলি ছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ঘটতে পারে। যেমন-

(i) বিদ্যালয়ের অবাস্তব পাঠক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম নির্বাচনের একটি প্রধান মাপ হল তা শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলির পূরণের সহায়ক হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে, পাঠক্রম নির্বাচনের সময়, এই দিকটির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়না। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠক্রম চাহিদা পূরণ তৃপ্ত করতে পারে না। এর ফলে তারা অপসংগতি মূলক আচরণের মধ্য দিয়ে সেই তৃপ্তি পেতে চায়।

(ii) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ অনেক সময় অপসংগতিমূলক আচরণকে উৎসাহ দান করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ~~বসার~~ বসার অসুবিধা, শ্রেণিতে কোলাহলের অবস্থান, আলো-বাতাসের অভাব ইত্যাদির মতো অবস্থা অসামাজিক আচরণের উৎসাহ দান করে। আর এই পথে ছাত্রের অপসংগতিমূলক আচরণ সম্ভব হয়।

অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশের কারণে বিদ্যার্থীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই কারণের ফলে শ্রেণির কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করে।

(iv) বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধুলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কাজের সুযোগ সুবিধা না থাকায় বিদ্যার্থীরা তাদের মানসিক প্রবণতা গুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

(v) বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যার্থীর বা অভিভাবকের ধারণা সম্পর্ক বিদ্যার্থীর মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ সৃষ্টি করে।

(vi) বিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিত ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

(vii) বিদ্যালয়গণ তাঁদের প্রবিদ্যালয়ের অভাবের কারণে অনেক সময় কোনো কোনো বিদ্যার্থীকে অপরাধী প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

Different forms of Maladjustment / অপসংগতির বিভিন্ন রূপ:-

ব্যক্তির অপসংগতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এখানে কয়েকটি সাধারণ অপসংগতির উল্লেখ করা হলো—

(i) বহুমেধাত্ব:- একাধিক সন্তানের মধ্যে আদর যত্ন এবং স্নেহ-ভালোবাসার আধিক্য হেতু বহুমেধাত্বের উদ্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট সন্তানকে নিয়েই পিতামাতার বেশি ব্যস্ত থাকেন। অন্যেরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য মেধাত্ব দেখাতে শুরু করে। আর সেই মেধাত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে নানা রকম শাস্তি দেওয়া হয়। তার অসফল ফলে মেধাত্ব প্রমাণ উগ্র হতে থাকে। এমন ক্ষেত্রে বিদ্যার্থী—

বদ্ধমূল ধারণার পরিণতি হয়।

প্রতিকার :- বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন করতে না পারলে বিদ্যালয়ে শিশুর মধ্যে অপসংগতির পরিমাণ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। তাই শিশুর চাহিদাগুলির দিকে নজর রাখা দরকার। স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে শিশুর আচরণকে সংযত করাই এর অন্যতম প্রতিকার।

(ii) নৈতিকতাবোধক মনোভাব :- নির্দেশ অমান্য করা, অপরের সামান্য, অথবা কোনো নিয়মের বিরুদ্ধে নিজের খুশি মতো কাজ করার প্রবণতা বা প্রবৃত্তিকে নৈতিকতাবোধক মনোভাব বলা হয়।

(iii) স্কুল পালানো :- কোনো শিশু সংগতিহীন অবস্থায় থাকে যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গৃহের পিতামাতাকে না জানিয়ে বিদ্যালয় বা বাড়ি থেকে প্রায়ই পালিয়ে যায়। গৃহ বা বিদ্যালয় থেকে না জানিয়ে পালিয়ে যাবার এই মনোভাবকেই স্কুল পালানো বা পলায়ন প্রবণতা বলা হয়। অবশ্য যদি এটি বিদ্যালয়ে না জানানো যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে আরও একটি অপসংগতির সম্ভাবনার এটি একটি সংকেত। ক্লাস থেকে পালিয়ে যাওয়ার বড় কারণ হল— ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যক্রম, পাঠ পদ্ধতি, প্রতিকূল পরিবেশ, শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য।

প্রতিকার :- গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নতি করা দরকার। শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি প্রচলন করা উচিত। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মীবৃন্দের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন।

শিশুর কোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষক বা পিতামাতাকে বুদ্ধি পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে হবে।

(iv) মিথ্যা বলা :- অনেক ছেলে মেয়েকে চেষ্টায় মাস্তির ভয়ে ভয়ে কারণে অকারণে মিথ্যা কথা বলে। হীনমন্যতাবোধ, নিরাপত্তার অভাব, ভয়, অপরাধবোধ প্রভৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ছেলে মেয়েরা মিথ্যা কথা বলে। এটিই অস্বাস্থ্য ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। যে শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যে কথা বলে তার কথায় বিশ্বাস করে কোনো কাজ করা চলে না। আবার সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে সমাজে পরিচিতি হয়ে যায় তার সত্য কথাকেও আর কেউ গুরুত্ব দেয় না। শিশু দুর্বলতা, মানসিক অস্থিরতা, মস্তিষ্ক বিকাশের, নিরাপত্তাহীনতাবোধ প্রভৃতি কারণে মিথ্যা কথা বলে থাকে।

প্রতিকার :- শিশুদের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং সততার প্রতি সমাদর বোধ জাগাতে হবে। ইতিবাচক মানসিকতা গঠন করতে হবে। মিথ্যা কথনের কারণগুলি খুঁজে বের করতে হবে।

(v) চুরি করা :- বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক ছেলে মেয়েদের দেখি মায়ের অভিভাবক সহ পড়শীদের বই, খাতা, পেনসিল, কলম, টিফিন বাক্স ইত্যাদি চুরি করে সহ মাতাপিতার অলোক্ষ্যে টাকা পয়সা নিয়ে নেয়। অনেক সময় এ চুরি কেবল বিদ্যালয় বা গৃহে সীমাবদ্ধ থাকে না পাড়া প্রতিবেশীর বিভিন্ন পণ্য চুরি করতে যাতে না পিতামাতা বা শিক্ষক জানিয়ে দেন।

শিশুদের এই ধরনের আচরণগুলির যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে ভবিষ্যতে তারা সমাজে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

~~প্রতিকার~~ :-

প্রতিকার :- শিশুর চুরি করার প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত কারণগুলি অনুসন্ধান করা এবং মৌলিক চাহিদার যথাযথ পূরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(vi) যৌন অপরাধ :- এটা এক ধরনের যৌন বিকৃতি। বিশেষ করে কৈশোর ছেলে মেয়েদের শারীরিক নানা পরিবর্তনের ফলে তাদের মনে যৌন আলোড়ন হয়। ফলস্বরূপ কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করে যেমন অশ্লীল কথাবলা, অশ্লীল কথা লেখা, যৌন ছবি সংগ্রহ করা ইত্যাদি। বিপরীত লিঙ্গ অথবা সমলিঙ্গে সম্পর্ক শিশুদের নিয়ে নানারকম যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা। আর এই সময় নৈরাশ্য, হতাশা, কুসঙ্গে, অভিভাবকের অস্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহ ও বিদ্যালয়ে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যৌন বিকৃতি দেখা যায়।

প্রতিকার :- শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলির যথাযথ পূরণের চেষ্টা করতে হবে। শিশু মানস শক্তির বিকাশের পথে যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য মনোচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যৌন প্রবৃত্তির উর্ধ্বগমনের জন্য খেলাধুলা, শিল্পকলা, গানবাজনা, ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণের উৎসাহিত করতে হবে।